গুহার পথে অনিক
প্রকাশনায়ঃ টিউটরিয়াল হোমনেট
লেখকঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
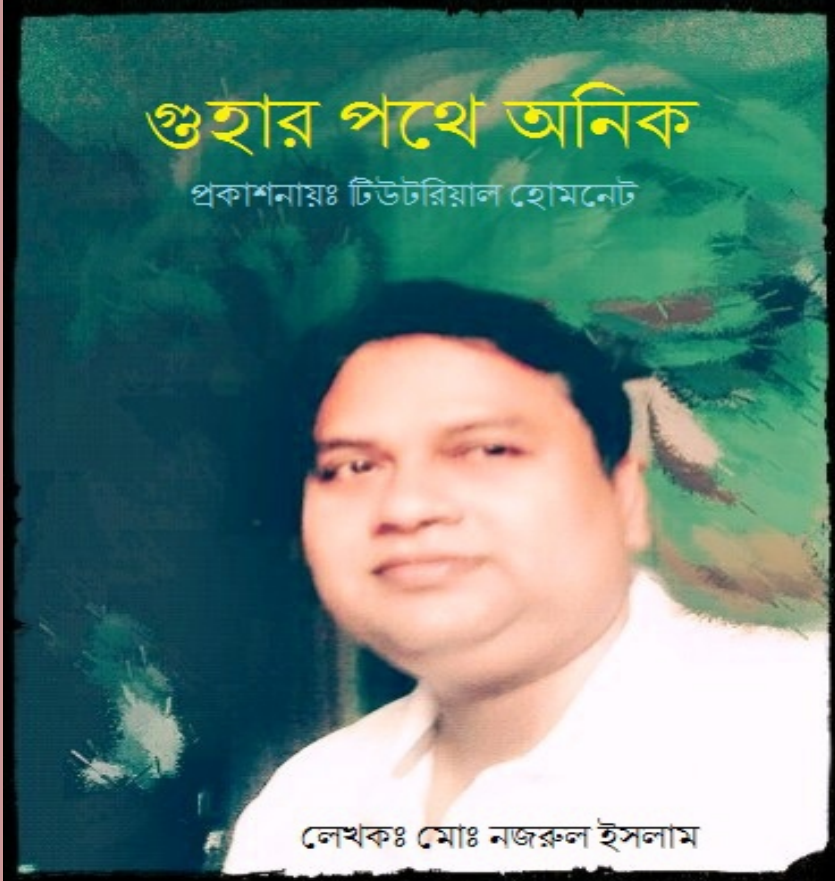
লেখকের কিছু কথাঃ

এই ই-বুকের কোন অংশ লেখকের অনুমতি ছারা ছাপানো যাবে না। উক্ত ই-বুক কেবল মাত্র লেখকের কাল্পনিক রূপরেখা কে প্রকাশিত করে,বাস্তব জীবনে কোন চরিত্র কে আঘাত করার জন্য নহে । তবে কল্পনা এবং বাস্তবতা রূপ রেখাতে অনেক বাস্তবতা থাকে।যাহা অর্জন তাহা বাস্তবতা আর কল্পনার অংশে খেলা করে এই ই-বুক আপনাকে এমন একটি কল্প কথা ও বাস্তবতার বিন্যাসে নিবে যাহা আপনার জীবনের কোন একটি পথে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

প্রকাশনায় :লেখক স্বয়ং নিজ

ই-বুক মূল্যঃ১৫০ টাকা

Mobile No:01781513974

গুহার পথে অনিক

(অনিক) রশিদপূর চা বাগানের পাশে বসে থাকা চা বাগানের সরদার নন্দলাল কথা ভাবছিলেন ।সে এক দীর্ঘ ধরে তার নিজ গ্রামের পথে না চলার কথাই ভাবছিলেন ।অনিকের বাবা কুমিল্লা চাকুরী করতে আসেন,কুমিল্লার পরিবেশ এবং মানুষের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কুমিল্লাতে বিবাহ করেন কুমিল্লাতেই তাহার বাড়ি স্থাপন করেন ১৯৯৫ ইং ।

অনিক কুমিল্লা লেখা পড়া করে এবং সে কুমিল্লা আইন কলেজে অধ্যয়ন করেন ।কুমিল্লা আইন কলেজের সহপাঠী মুন্নি,তন্নি ,রশিদ ও জুয়েল ভাই ও সঙ্গীতা সবাইকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল ।

তবে অনিকের জীবনে একটি থেমে যাওয়া ইতিহাস আছে ২০০১ সালে তার কম্পিউটারের উপর লেখাপড়া এবং জানার আগ্রহে দীর্ঘ একটি সময় ,তার জেনারেল লেখা পড়ার দুয়ার থেমে যায় ।

অনিক একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরে আবার তার জেনারেল লেখাপড়া শুরু করার চেষ্টায় রত হন ।তবে যাদের জন্য সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্য তার বাবা ও তার স্ত্রী ।

অনিক ২০০১ সালে তার জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করে ঢাকা আই,ডি,বি ভবন মেলা হতে । এই কম্পিউটার বাসায় এনে কম্পিউটার এর অন বাঁটন প্রেস করে। আর এই অন বাঁটনে অনিক পৌঁছে যায় একটি স্বপ্নের গুহার পথে ।যেমনি ভাবে কোন বিষয়ে দক্ষতা না থাকলে আর এই দক্ষতা নিজে

নিজে অর্জন করে একটি প্রক্রিয়াতে।এদিক দিয়ে কুমিল্লা আইন কলেজের পরীক্ষা ছিল নিকটে ।লেখা পড়া থামিয়ে,এই কম্পিউটার বাটনে লক্ষ্যস্থির করে চলছে আর চলছে।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে লক্ষস্থির করা হল একটি বড় সিদ্ধান্ত ।যে কোন বিষয়ে একবার লক্ষ্যস্থির হয়ে থাকলে ফেরত আসার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। অনিকের বাবা,অনিকের কম্পিউটার এডাকশন বেঁড়ে যাওয়ার কারণে

পারিবারিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তাকে বিবাহ করিয়ে দেবেন।যেন কম্পিউটার এডাকশন হতে মুক্ত হতে পারে এবং বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে পারে।বাবা চিন্তা করেন তার নিজের লাইফ সম্পর্কে অনিক সচেতন হবে । আমেরিকাতে কম্পিউটার এডাকশন অনেক বেশী।

একটি জরীপে দেখা যায় কম্পিউটার অথবা লাইভ চ্যাঁটে,মেইল বা অফিসের কোন কার্যে ।

অনিকের এই কম্পিউটার চালানোর নেশা এত প্রবল ছিল যে ,কিভাবে ১০ বছর জীবন হতে চলে গেল বুঝতেই পারে নাই। কম্পিউটার এডাকশন কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১।অফলাইন এডাকশন(offline Computer Addiction)

২। অনলাইন এডাকশন(online computer Addications)

তা যাই হউক অনিকের উক্ত সময় দরকার ছিল ।কাউন্সিলিং গ্রুপ সাপোর্ট ,চেঞ্জিং ইন্টারেস্ট এমনটাই বলা হয়ে থাকে।এই ধরনের এডাকশন কোন উদ্ভাবন পক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে।কোন বিষয়ে রিসার্চ করা এমন একটি প্রক্রিয়া যাহা সঠিক নিয়মে না হলে ,তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।অনিক গড়নে অনেক হাল্কা পাতলা ছিলেন ।তবে কম্পিউটার বসে বসে চালাতে চলাতে তার ওজনে আসে বেশ পরিবর্তন ।

তবে অনিক মার্জিত ভদ্র ছিলেন,অনিকের মধ্য একটি বিষয় কাজ করতনা সেই বিষয় হচ্ছে (Aim In Life) লক্ষ্য নির্ধারণ না থাকলে জীবন যাত্রা ব্যাহত হতে পারে।অনিকের কম্পিউটার বিভাগের একজন শিক্ষক হলেন।রনেশ কুমার নাহা ।রনেশের নিকট হতে সি,এম,ডি বেইচ ফাইল প্রোগ্রামিং শিক্ষা গ্রহণ করে

ক্রমে ক্রমে ওয়েব সাইড ডিজাইন এবং সি,এম,এস প্যানেল কাজ ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণ করে,বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে।

গুহার পথে অনিক

অনিকের স্ত্রী চাচ্ছেন,অনিক তার ফেলে আসা লেখা পড়া যেন তিনি সমাপ্ত করেন।অনিক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকার পরে ফেলে রাখা জীবনের লেখাপড়া করার জন্য আবার ২০১১ সালে আইন কলেজে ভর্তি হন ।১০ বছরের ব্যবধানে তিনি নিজেকে মনে করছেন সবাই তার সাথে ভাল আচরণ করবে কিনা,কিন্তু প্রথম ক্লাসেই তিনি যাদের সহপাঠী হিসাবে পান তারা অনিককে লেখাপড়ার বিষয়ে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিল ।এবং অনিক ২০১৩ সালে তার আইন কলেজের ডিগ্রী অর্জন করেন।

লেখাপড়া এমন একটি সম্পদ যা মানব মস্তিষ্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে ।এই তথ্য গুলি বাস্তবে একদিন কাজে লাগে।আর এই বিষয় অনিক বুঝতে পেরেছিল ।তা যাই হউক প্রিয় পাঠক এতক্ষণ ধরে অনিকের চরিত্র নিয়ে আলোচনা হল এবার আমাদের মূল পর্ব -"গুহার পথে অনিক"।

অনিক তার নিজের বাড়ীতে যাবেন ,হবিগঞ্জের বাহুবল থানা পাশেই তাদের নিজেদের বাংলো বাড়ী ,মাঝে মাঝে অনিকের বাবা বেড়াতে যান নতুবা খালি পড়ে থাকে।

চাচা দেশের বাহিরে থাকেন পরিবার নিয়ে ।তাই যে যার যার মত করেই আছেন ঠিক ,কুতুব উদ্দিন ছাড়া আর তেমন কেউ থাকেন না এই কুতুব উদ্দিন হচ্ছে অনিকের চাচাত চাচা ।খাট মানুষ তবে বুদ্ধি অনেক ।সেই বাড়ী পাহারার কাজ করে থাকে ।

পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেট কাটা হল ।ট্রেনের জন্য অপেক্ষা ,কিছু ক্ষণের মধ্য ট্রেন হাজির ।সায়েস্তা গঞ্জ নামতে হল,এবার সি,এন,জি নিয়ে অনিক বাহুবল ।

অনিক বাংলোতে গিয়ে দেখতে পেলেন ,কুতুব উদ্দিন চাচা তার অপেক্ষায় আছেন। তাকে অনেক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি রিসিভ করলেন ।অনিক জিজ্ঞাস করলেন চাচা আপনি কেমন আছেন উত্তর: অয় অয় অনেক বালা বা তুমি কেমন আছ । অনিক বললেন চাচা আমি অনেক ভাল আছি।

খাবার দাবাড়ের পর্বশেষ রান্না করা হয়েছে স্বদেশীয় স্টাইলে ।ঘুঙ্গিজুরি হাউর হতে তাজা মাছ আর কেবল মশল্লা দিয়ে রান্না এবং সাথে বনমোরগ ।বাহুবল বাজারে বন মোরগ পাওয়া যায় ।

এবার শরীর অনেক ক্লান্ত তাই ঘুমানোর পালা,বহুদিন পড়ে আসার কারণে সবাই একে একে করে দেখতে আসছেন এবং জিজ্ঞাস করছে কেমন আছ অনিক। সবাইকে একই উত্তর দেওয়া হচ্ছিল হা ,আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভাল আছি।

এভাবে মতামত বিনিময় করতে করতে রাত্র দশ ঘটিকা ।তবে লক্ষ্য করা গেল সবার মুখে এক কথা ছিল ,যা হউক দেশের ছেলে দেশে আসল ইত্যাদি। অনিক কুতুব উদ্দিন চাচাকে বলেন যে চাচা আপনি কোথায় ঘুমাবেন ।উত্তরে বলেন পুরান ঘর ঠিক আছে ,সকাল বেলা আমরা আগামী কালকের প্রোগ্রাম করব,যেন চা বাগানে বেড়াতে পারি,উত্তরে চাচা ঠিক আছে বলেন।

আস্তে আস্তে ঘুম ঘুম ভাব ঘুমের রাজ্য প্রবেশ করতে লাগল ,কিন্তু ভাগ্যর কি পরিহাস খাটের নিচ হতে দুই টি বিড়ালের শব্দ ঘুম কি আর হয় ।বিড়ালের ঝগড়া শুনতে পান নাই এমন লোক পাওয়া যাবেনা ।

আবার কোথাও হতে এক জন লোক বাঁচাও বাঁচাও বলছে এত আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা কিছুক্ষণ পর পর কার্তুজের শব্দের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ।যথা শীগ্রই চাচা কে বলা হল ।তিনি সমস্ত ঘটনা দেখে জানালেন যে ইহা একটি দুর্ঘটনা

এক ব্যক্তির টিনের ও মাটির ঘর। এমন ঘর সিলেটে পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক। আর ঐ ঘরের মধ্য আগুন লাগলে ,তাহার শব্দ-ধ্বনি এমন কার্তুজের মত আওয়াজ হয়ে থাকে।

যা হউক সকাল হল আর এই সকাল বেলা ,আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামত ,সকালে বাতাস এবং বেলীফুলের সুবাস চারিদিকে ।এই এক প্রাকৃতিক লীলাভূমি অপার মনোরম স্থান।

সকাল হতেই নাস্তা করে অনিক রওনা হয়ে পড়লেন চা বাগানের উদ্দেশ্য ।

চা বাগানে যাবেন এবং জীব বিচিত্র সব কিছু একটি ট্যাবে ধারণ করবে ।তার ফেইসবুক ফ্রেন্ডদের দেখাবে বলে।

চাচা একটি বাইক নিয়ে হাজির, এই বাইকে করে আজ রওনা দেওয়া হবে । প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিয়ে। পনের মিনিট হোন্ডা চালিয়ে হাজির হল ,রশিদ পুর চা বাগানে ।ঐ বাগানের বর্ণনা এবং ছবি দেওয়া হল ।প্রিয় পাঠক ,জীবন অনেক সুন্দর যদি সঠিক ভাবে জীবন কে উপভোগ করা যায় ।

ঐ ত সামনে দাড়িয়ে আছেন বাগান সরদার নন্দলাল এই সেই নন্দলাল ,বাংলো তৈরির সময় অনিকের বাবাকে শ্রমিক দিয়ে সে সাহায্য করেছিল।

নন্দলাল অনিককে দেখার পর হতে ,আমাদের বাবু সাব আসছেন "আমি অনেক খুশী হয়েছে" -সাব আপনি আজ আমাদের এখানে থাকবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি আমন্ত্রিত "সাব হামারা অতিথি আছে" বলছিল।

অনিক বলেছিল মনে মনে আমি আজ অতিথি বটে কিন্তু জীবন হতে এক দীর্ঘ সময় আমার কেটেছে এই কম্পিউটার এডাকশনে ।আহা আমি যদি সবার সাথে মিলে মিশে চলতাম অনেক ভাল হত ।(ইত্যাদি)

নন্দলাল বলছেন ,সাব কি চিন্তা করছেন নাকি? না কিছু না ,আচ্ছা আপনাদের অনুষ্ঠান হবে কখন: এই রাত্র বেলা ও তা কি কি করেন: এই অনুষ্ঠানে নাচা গান ইত্যাদি হবে এছাড়াও খাবার দাবার হবে ইত্যাদি । সাব আপনি থাকলে

আপনাকে বনমোরগ ইত্যাদি দিয়ে খাওয়াব। আমার আর বুঝতে বাকি রল না এই কাজ কুতুব উদ্দিন চাচার আগেই সব পরিয়ে রেখেছে।

ক্রমে ক্রমে বেলাবয়ে এখন রাত্র এই রাত্রে আরম্ভ হল তাদের অনুষ্ঠান ,এই অনুষ্ঠান তাদের নিজেদের সনাতন প্রথার মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এখানে চলে মদ্যপান নন্দলাল বলছেন সাব নিবেন নাকি।

অনিক এক কথায় বলে দিলেন না আমি **মুসলমান** এগুলি আমার **ধর্মে নিষেধ** ।অনিক জুরিসপ্রডেন্স পড়েছিলেন,তাই তিনি জানেন এই গুলি তাদের প্রথা তাদের অধিকার ।বছরের পর বছর এই ভাবে চলে আসছে কিছু বলা ঠিক হবে না তার ।তবে নিজে সতর্ক ছিল ইহা যথেষ্ট,কিছুক্ষণ পড়ে চাচাকে খুঁজলেন চাচা পানি মনে করে নাকি, এক গ্লাস খেয়ে ফেলেছে , এই কথা বলেছেন যা হউক তার ভুলের কারণে তিনি লজ্জিত। এবার বাসায় ফিরার পালা ,নন্দলাল হতে বিদায় নিয়ে যাবার সময় হল ।

নন্দলাল সাব থাকলে ভাল হত, অনিক বলছেন না নন্দলাল আরেকবার আসলে দেখা হবে আজ বিদায় নেবার পালা রাত্র ১২ঘটিকা ।আর কি করা চলে আসা , হোন্ডা দিয়ে চাচা ভাতিজা আস্তে আস্তে আসতে লাগলাম ঠিক করে রাস্তা চাচা বলতে পারছেন না। কারণ যেই এক গ্লাস তিনি পানি মনে

করে খেয়েছেন ঐ এক গ্লাস ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে আসল রাস্তা দেখাতে বলছেন অনিক ,আর তার চাচা রাস্তা দেখাচ্ছেন উল্টা ,পাল্টা ।এভাবে করে রাস্তা হারিয়ে সন্ন্যাসী হবার উপক্রম ১৫ মিনিটের রাস্তা আজ কেন যেন শেষ হয় না। মূলত ভুলে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে আশা হয়েছে।

এই হারিয়ে যাওয়া ছিল এডভেঞ্চার পূর্ণ মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে বনমোরগ আবার ছোট খরগোশ ,শিয়াল ইত্যাদি। কিছু ক্ষণে চাচার নেশা কাটল জিজ্ঞাস করা হল আপনি কি ভাল আছেন। উত্তর অয় -বা এই রাস্তা ভুল রাস্তা ।অনিক জিজ্ঞাস করলেন ভাল রাস্তা কোনটি উত্তর? আমি চিনি না । আসলে বাগানে গাছ পালা বেশী থাকলে একবার রাস্তা হারালে বুঝা যায় যে কি বিপদ ।

ক্রমে ক্রমে রাবার বাগান এসে হাজির,চাচা বলছেন এখন বাবা বুঝলাম আমরা "মুছাই পাহাড় এ আছি"- ।

এই কি যন্ত্রণা একটি না শেষ হতে আরেকটি ,কিছু দূর গিয়ে দেখা-গেল একটি গুহা জন মানব বলে কিছু নেই ,খোলা এই গুহা ভিতরে প্রবেশ করা হল ব্যাগ হতে ট্যাব নিয়ে লাইট জালানো হল ,আর এই ট্যাব দিয়ে চলতে থাকল গুহার বিভিন্ন কিছু দেখা ।অবাক করা বুঝা যাচ্ছিল না ইহা গুহা নাকি কোন স্পেস

শীপ ।এই গুহাতে কেবল ছিল অদ্ভূত অঙ্কন ।

মানুষের জীবন যাত্রার কিছু ছবি ছিল ।গুহার আকার এত বড় ছিল যে ট্যাবের আলো দিয়ে তা শেষ দেখা যাচ্ছিল না। তাই বলা যেতে পারে ইহা (The Secret of Our Life)।

অনিক এই গুহা হতে ফিরে আসলেন পড়ে অনেক বার গেলেও ঐ গুহাটি দেখতে পাননি ।মুছাই হতে ফাঁড়ি থানা হয়ে আবার বাংলোতে ফিরে আসলেন ।তবে গুহা নিয়ে অনেক স্থানে কথা বলেছিলেন সবাই বলেছে এই ধরনের কোন প্রকার গুহা এই এলাকাতে নেই ।বলে জানিয়েছেন কিন্তু অনিকের মনে দাগ আজও স্মৃতি হয়ে রইল ।